UG-Semester – IV (General)

Paper – SEC -2

Literature and History: Bengal

ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যেকার সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা কর।

ইতিহাসের পরিসর নিয়ে অতীতকাল থেকেই পন্ডিত মহল দ্বিধাবিভক্ত। ইতিহাস ও ইতিহাস লিখন নিয়েও কম তর্ক-বিতর্ক হয়নি। তবে পূর্বে রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে ইতিহাস পরিণত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানে। এর সঙ্গে সংযোগ ঘটে দর্শন ও সাহিত্যের। যদিও অতীতেও সাহিত্য ও ইতিহাস ছিল একে অপরের দোসর। তাই ইতিহাসকারকে সাহিত্য নিয়ে নাড়া-চাড়া করতেই হয়। উপন্যাস, গল্প ও নাটকে প্রচুর উপাদান বিদ্যমান আছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এই উপাদানকে ছেঁকে বের করে আনাই ঐতিহাসিকের কাজ। দুর্গেশনন্দনী বা ঢোড়াইচরিতমানস উপন্যাস হল উল্লেখযোগ্য সাহিত্য, যেখান থেকে ঐ সময়কালের স্বার্থক ছবি তুলে ধরা হয়। ঐতিহাসিক এই ধরনের সাহিত্যের কাছে ঋণী। ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত মনে করিয়ে দেন – ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্কের নৈকট্যের কথা। তবে পার্থক্যটাও তুলে ধরেন।

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত কথা বর্ণনা করাই ইতিহাস। ঐতিহাসিককে হতে হবে তথ্যনিষ্ঠ। উপাদান ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায়। এখানে নিঃসঙ্গ মানুষের কোন স্থান নেই। তবে মানুষকে বাদ দিয়ে ইতিহাস নেই। ইতিহাস হয় সমাজের বা সমাজবদ্ধ মানুষের।

যেখানে সাহিত্য স্বাধীন। সাহিত্যিক নিজে মনের মত চালিত হন। সাহিত্যে ব্যক্তি মানুষ আসতে পারে। সাহিত্যিক সময়কে নিজের মত করে ধরে রাখতে পারে। ব্যক্তিগত সময়ের কারবারি হল সাহিত্যিক। ইতিহাস ও সাহিত্য পাশাপাশি চললেও সাহিত্য তাঁর নিজের মত এগিয়ে যায়। সাহিত্যের নায়ক সাহিত্যিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ইতিহাসের সত্য ও সাহিত্যে সত্য এক নয়। সাহিত্যে মানুষের মানসিকতা বা সমাজের আদর্শ গড়ন ধরন ধরা পড়ে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি নাও থাকতে পারে। কারন ইতিহাস উপাদান নির্ভর। মনগড়া বা অনুমান নির্ভর নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস যেখানে পৌছাতে পারে না, সেখানে সাহিত্য সহজেই পৌছে যায়। সমাজের বড় সময় বা ছোট সময়কে অবলীলায় ধরতে পারে সাহিত্য। সেখানে ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ঐতিহাসিক নিরুপায়।